অঞ্চলভিত্তিক বৈশিষ্ট্য

অঞ্চলভিত্তিক ভৌত পরিবেশ (ভূ- প্রাকৃতিক), সম্পদের বন্টন এবং গুরুত্বঃ

পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক গঠনঃ

পৃথিবীর বহিরাবরণকে বলা হয়— ভূ-ত্বক, ভূ-ত্বকের গড় গভীরতা প্রায় ১৬ কি. মি.।

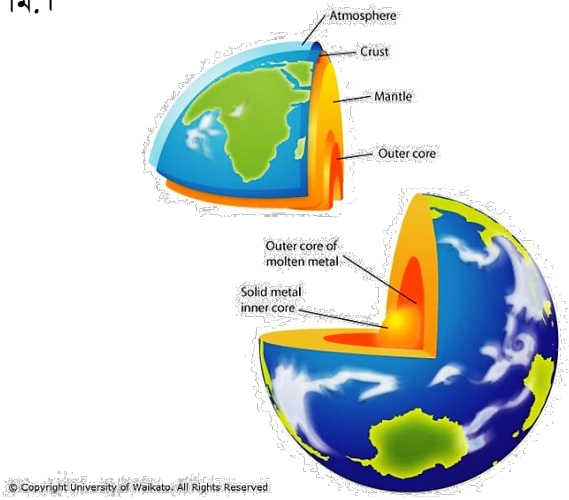

Source: Science Learning Hub

ভূ-ত্বকের **প্রধান উপাদান** হল- অক্সিজেন (O)।

ভূ গর্ভের **অশ্বমণ্ডল, গুরুমণ্ডল এবং কেন্দ্রমণ্ডল** নামে তিনটি স্তর রয়েছে।

অশ্মমন্ডল (Lithosphere) বলতে প্রাকৃতিকভাবে তৈরি গ্রহ-উপগ্রহসমূহের এমন একটি স্তরকে বোঝানো হয় যেটি মূলত বহিরাবরণ হিসাবে কাজ করে থাকে।

গুরুমণ্ডল (Barysphere) হল পৃথিবীর অভ্যন্তরের মাঝের স্তর বা মণ্ডল।

কেন্দ্রমণ্ডল পৃথিবীর সবচেয়ে কেন্দ্র অঞ্চলে অবস্থিত.

কেন্দ্র মন্ডলের ওজন - পৃথিবীর ওজনের এক তৃতীয়াংশ।

পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন উপাদানঃ খনিজ এবং শিলা

ভু-ত্বকে **প্রাপ্ত স্বাভাবিক মৌলিক** পদার্থের সংখ্যা- ৯০টি।

চুনাপাথর পরিবর্তিত হয়ে পরিণত হয়— মার্বেলে।

শিলা তিন প্রকার- আগ্নেয় শিলা, পাললিক শিলা, রুপান্তরিত শিলা।

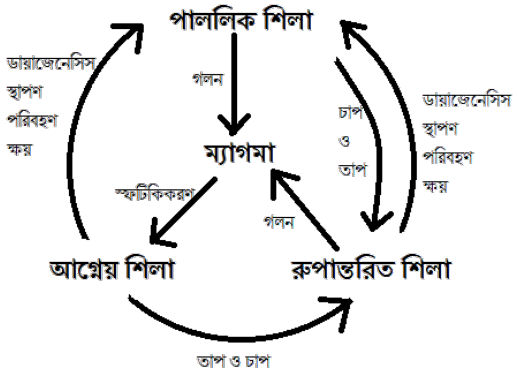

Source: উইকিপিডিয়া

মার্বেল পাথর হল- রুপান্তরিত শিলা।

যে **শিলায় ছিদ্র** দেখা যায়- পাললিক শিলা।

জীবাশ্ম দেখা যায় না- রুপান্তরিত শিলা এবন এবং আগ্নেয় শিলায়।

যে ধাতু **পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে** আছে- এলুমিনিয়াম।

সবচেয়ে কঠিন খনিজ হল-হীরা।

সবচেয়ে নরম খনিজ হল— টেলক।

আকরিক লোহা উৎপাদনে শীর্ষে- চীন ।

এন্টার্কটিকায় যে খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায় – কয়লা।

স্বর্ণ উৎপাদনে শীর্ষে চীন।

রূপা উৎপাদনে শীর্ষে -মেক্সিকো ।

শস্য উৎপাদনে শীর্ষঃ

বিশ্বে **ধান উৎপাদনে** শীর্ষে-চীন ।

গম উৎপাদনে শীর্ষ দেশ চীন ।

চা উৎপাদনে শীর্ষ দেশ-চীন ।

চিনি উৎপাদনে শীর্ষ দেশ- ইন্ডিয়া।

ভুট্টা উৎপাদনে শীর্ষে—যুক্তরাষ্ট্র ।

পামওয়েল উৎপাদনে শীর্ষ দেশ-ইন্দোনেশিয়া ।

তুলা উৎপাদনে শীর্ষ দেশ- ইন্ডিয়া।

আখ উৎপাদনে শীর্ষে-ব্রাজিল।

সবচেয়ে বেশি আপেল উৎপন্ন হয়-চীন।

বায়ুমন্ডলঃ বায়ুমন্ডল হলো পৃথিবীর চারপাশ থেকে ঘিরে থাকা বিভিন্ন গ্যাসের মিশ্রিত স্তর। মধ্যকর্ষণের মাধ্যমে বায়ুমন্ডল পৃথিবীকে ধরে রাখে। বায়ুমণ্ডলের গভীরতা প্রায় ১০০০০ কিলোমিটার।

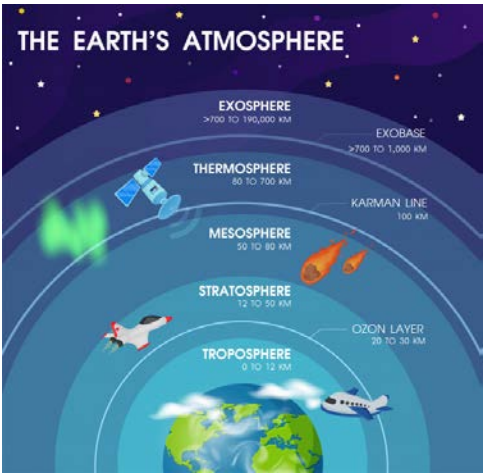

source:Freepik

বায়ুতে **নাইট্রোজেন** এর পরিমাণ ৭৮.০২%।

বায়ুতে **অক্সিজেনের** পরিমাণ হল প্রায় ২১%।

বায়ুতে **আরগনের পরিমাণ** ০.৮০%।

ভূ-পৃষ্ঠের **নিকটতম** স্তর হল-- ট্রোপোস্ফিয়ার।

বায়ুমন্ডলের **দ্বিতীয়** স্তরের নাম- স্ট্রাটোসফিয়ার।

ওজোন স্তর অবস্থিত- স্ট্রাটোসফিয়ারে।

বায়ুমন্ডলের **যে স্তরে বজ্রপাত ঘটে**- ট্রপোমন্ডল।

বায়ুমণ্ডলের **সবচেয়ে উচ্চতম স্তর** হল – আয়োনোস্ফিয়ার, এই স্তরে বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত।

বারিমণ্ডলঃ

Hydrosphere এর বাংলাকরলে দাঁড়ায় **বারিমণ্ডল।**

'Hydro'শব্দের অর্থ **পানি** এবং 'sphere' শব্দের অর্থ **মণ্ডল**

যে বিশাল জলরাশিতে ভূত্বকের নিচের অংশ গুলো পূর্ণ রয়েছে তাকে বলা হয় বারিমন্ডল।

পৃথিবীর **মোট জলরাশির ৯৭ ভাগ** পানি রয়েছে সমুদ্রে।

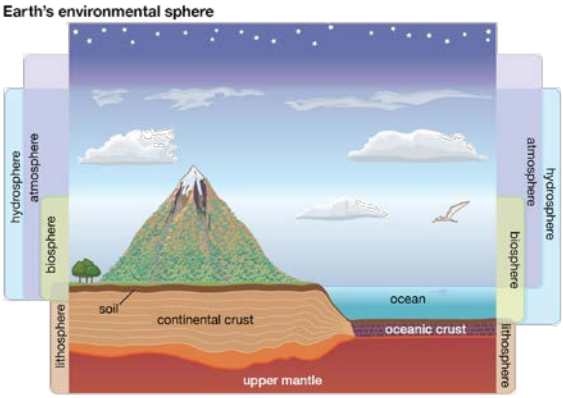

source: Britannica

বারিমণ্ডলের বিবিধ তথ্যসমূহঃ

মহাসাগরের চেয়ে আয়তনে ছোট পানি রাশিকে বলে- সাগর।

পৃথিবীতে মোট **মহাসাগর**- ৫টি।

তিন দিক স্থল দ্বারা বেষ্টিত পানি রাশিকে বলে— উপসাগর ।

চারদিকে স্থল দ্বারা বেষ্টিত প্রাকৃতিক পানি রাশিকে বলে- হ্রদ।

পৃথিবীর **বৃহত্তম ও গভীরতম** মহাসাগর- প্রশান্ত মহাসাগর।

আয়তনে পৃথিবীর **ক্ষুদ্রতম মহাসাগর-** দক্ষিণ মহাসাগর

পৃথিবীর **দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাসাগর**- আটলান্টিক মহাসাগর।

পৃথিবী**র বৃহত্তম সাগর** -দক্ষিণ চীন সাগর।

পৃথিবীর **বৃহত্তম উপসাগর-** মেক্সিকো উপসাগর।

বিশ্বের **সবচেয়ে গভীরতম সাগর**- ক্যারিবিয়ান সাগর

ডেড সি বা মৃত সাগর অবস্থিত- জর্ডানে।

পৃথিবীর গভীরতম স্থান- প্রশান্ত মহাসাগরের-মারিয়ানা ট্রেঞ্চ

গ্রেট বেরিয়ার রিফ অবস্থিত -প্রশান্ত মহাসাগরে।

১১টি দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে যে নদী-নীলনদ; এর দৈর্ঘ্য ৬৬৫০ কি.মি.।

নীলনদ যে সাগরে **পতিত হয়েছে**-ভূমধ্যসাগরে

ভলগা নদী অবস্থিত -রাশিয়ায়

পৃথিবীর **দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী**- আমাজন

পৃথিবীর **বৃহত্তম (প্রশস্ততম) নদী** হল- আমাজান

আমাজান পতিত হয়েছে- আটলান্টিক মহাসাগরে

টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর **পূর্ব নাম**- দজলা ও ফোরাত

পৃথিবীর **গভীরতম হ্রদ**-বৈকাল হ্রদ

পৃথিবীর **বৃহত্তম হ্রদ**- কাস্পিয়ান সাগর।

কাস্পিয়ান সাগরের অবস্থান- এশিয়ায়।

সুপিরিয়র, মিসিগান, হুবরন, ইরি, অন্টারিড এই **পাঁচটি হ্রদকে** একত্রে বলে **গ্রেট লেকস**, এর অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রে